দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩৭ কলাম ... ২ ...

একটি লাইব্রেরীর কথা

'বিল চলন গ্রাম কলম, কাঁচাগোল্লা খ্যাতি, অর্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর স্মৃতি, উত্তরাগণভবন রাজ রাজন্যের ধাম, কাব্য ইতিহাসে আজো নাটোরের নাম'। ঐতিহ্য ও প্রকৃতির লীলাভূমি, রাজা-মহারাজাদের স্মৃতি বিজড়িত নাটোর একটি প্রাচীন শহর। দু'শ' বছর আগে ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদের সমকক্ষ ছিল নাটোর। আর ঐতিহ্যবাহী নাটোরের গৌরব ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী।

দুশো বছর আগে ঢাকা কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদের সমকক্ষ ছিল নাটোর

বইয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা গাঢ় করতে ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে 'বিংশ শতাব্দীর সূচনায় নাটোরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যোৎসাহী মানুষের পদচারণায় এগিয়ে চলে লাইব্রেরী। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী। ১৯৮০ সালে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় পুনরায় চালু হয়। কথা-সাহিত্যিক শফীউদ্দীন সরদার, প্রয়াত শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী, মরহুম আব্দুস সাত্তার খান, উপাধ্যক্ষ আব্দুল কালাম আজাদের অবদান কখনও ভুলবার নয়। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন জেলা প্রশাসক জালালউদ্দীন আহমেদের সহযোগিতায় নতুন ভবন তৈরী হয়। বইয়ের স্বপ্নলোক এই পাঠাগারে সর্বস্তরের জনসাধারণের সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মাত্র ৫৯ টাকা জমা দিয়ে সদস্য হওয়া যায়। মাসিক চাঁদা দিতে হয় ৫ টাকা। বর্তমানে লাইব্রেরীর সদস্য দুই হাজারে বেশী। সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার। প্রতিদিন পাঠকে গড়সংখ্যা দেড়'শ'। প্রতিদিন ৮টি জাতীয় দৈনিক, ৫টি সাপ্তাহিক, ৩টি পাক্ষিক পত্রিকা রাখা হয়। 'বনলতা' নামের ত্রৈমাসিক দেয়াল পত্রিক নিয়মিত প্রকাশিত হয়। লাইব্রেরী পরিচালনায় ১৫ সদস্যের নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ আছে। জ্ঞান ও আনন্দের ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীতে এবার শত বছর উৎসব হবে। আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর তিনদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়েছে। এ ব্যাপারে লাইব্রেরীর সাধার সম্পাদক আলী আশরাফ জানান নাটোরের একমাত্র বেসরকারী এই পাঠাগারের শতবর্ষ পালন নাটোরে গৌরব। এই লাইব্রেরী নাটোরের মানুষের বই পড়তে আকৃষ্ট করতে সক্ষ হয়েছে। দেশের অনেক মানুষের জানা নেই যে, মফস্বলের একটি ছো শহরে একটি লাইব্রেরী শতবর্ষ পালন করছে। এই পাঠাগারে আগম ঘটেছিল প্রমথনাথ বিশী, স্যার যদুনাথ সরকার, আল-মাহমুদ, হেলা হাফিজ, ইমদাদুল হক মিলন, আবিদ আজাদ, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ্ আ সায়ীদ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আহমদ রফিক প্রমুখ। আগামীদি আরো জ্ঞানী মানুষের আগমনে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী।

❑ বিপ্লব কুমার পা